বাংলাদেশ দূতাবাস
আঙ্কারা, তুরস্ক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস- ২০২২ উদ্‌যাপন

আঙ্কারা, ১৭ মার্চ ২০২২ঃ বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে তুরস্কে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন করা হয়। সকালে তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ূদ মান্নান এনডিসি দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং দূতাবাস প্রাঙ্গণে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়।

দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য আঙ্কারস্থ ড. রেসিত গালিব বিদ্যালয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষে "বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু" এই বিষয়ের উপরে ৪৩ জন তার্কীশ শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে। চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহনকারীদের প্রথম সারির ১১ জনকে ক্রেস্ট ও ১০ জনকে শান্তনা পুরস্কার এবং বাকী শিশুদেরকে আকর্ষণীয় উপহার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিশুদের কোলাহলে এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ুদ মান্নান এনডিসি ড. রেসিত গালিব বিদ্যালয়ে শিশু শেখ রাসেলের স্মরণে "শেখ রাসেল কক্ষ"-এর শুভ উদ্বোধন করেন এবং নতুন ফার্নিচার দ্বারা কক্ষটি সজ্জিত করা হয়।

বিকালে দূতাবাসের বিজয়-৭১ মিলনায়তনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার ব্যক্তিগত সহকারী জনাব মোঃ সোলেইমান কুরআন থেকে তিলওয়াত করেন এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত পাঠ করেন। অতপরঃ বঙ্গবন্ধুর স্মরণে দাঁড়িয়ে ০১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এসময় দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করেন রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ূদ মান্নান এনডিসি এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-এর বাণী পাঠ করেন মিনিস্টার ও মিশন উপ-প্রধান শাহ্‌নাজ গাজী। দিবসটি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু'র উপর নির্মিত বিশেষ ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে শিশু-কিশোররা বঙ্গবন্ধু-কে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ছড়া, কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করেন। অতপরঃ রাষ্ট্রদূত শিশু-কিশোরদের সকলের মাঝে আকর্ষনীয় উপহার প্রদান করেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-এর বিশেষ আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধে আত্মো-উৎসর্গকারী সকল শহীদদের স্মরণপূর্বক বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘটনাবহুল জীবনের বিবরণ তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব গুন ও তাঁর সংগ্রামী ও কর্মময় জীবনের বর্ণনাপূর্বক ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত বঙ্গবন্ধুর শিশুদের প্রতি ভালবাসার বিভিন্ন স্মৃতির কথা উল্লেখ করে বলেন বঙ্গবন্ধু শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনে এবং তাঁর স্বপ্নপূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূয়েসী প্রশংসা করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে অচিরেই বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে রাষ্ট্রদূত দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত শিশু-কিশোর ও সকল অতিথির উপস্থিতিতে কেক কাটেন এবং বাংলাদেশের চিরাচরিত খাবার পরিবেশনার ভিতর দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।